উপসংহার

বরাক উপত্যকায় বাংলা ছোটগল্পের এক শক্তিমান কথাসাহিত্যিক রণবীর পুরকায়স্থ। এই গবেষণা সন্দর্ভে তাঁর ছোটগল্প বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাঁর গল্পে বাংলা সাহিত্যের সাধারণ চরিত্র রয়েছে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যে যেমন স্থান-কাল-পাত্রের গুরুত্ব রয়েছে, তেমনি তাঁর ছোটগল্পে এইসব বৈশিষ্ট্যও আছে। তাঁর গল্পে রয়েছে স্বতন্ত্র প্রেক্ষিত ও সময়ের স্বতন্ত্র স্বর। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সঙ্গে বরাক উপত্যকার ভাষাগত ও সাংস্কৃতিগত মিল থাকলেও বরাক উপত্যকার ভৌগোলিক দিক থেকে জীবনযাত্রা ও সমাজচিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। এই সব স্বতন্ত্রতাই রণবীর পুরকায়স্থ বাংলা ছোটগল্পে তুলে ধরেছেন।

'সাহিত্যের অপর ভুবন : প্রশ্ন ও বিতর্ক' এই শিরোনামে গবেষণা সন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে বরাক উপত্যকাকে তৃতীয় ভুবন বলা যায় কিনা তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের প্রশ্ন ও বিতর্ক উঠে এসেছে। অপর ভুবন বিষয়ে কিছু কথা এখানে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এই বরাক উপত্যকাকে কেউ বলেছেন বাঙালির তৃতীয় ভুবন, আবার কেউ বলেছেন নির্বাসিত ঈশান বাংলা। বরাক উপত্যকাকে দুঃখিনী বর্ণমালার ভূমি ভেবেছেন অনেক আবেগ প্রবণব্যক্তি।

বরাক উপত্যকা গঠিত হয়েছে কাছাড়, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ এই তিনটি জেলা নিয়ে। বরাক উপত্যকা সুরমা উপত্যকার খণ্ডিত অংশ। সুরমা উপত্যকা থেকে ছিন্নমূল হয় দেশ বিভাগের সময়। তখন বরাক উপত্যকা আসামের সঙ্গে যুক্ত হয়। বরাক উপত্যকায় বিভিন্ন জাতি, উপজাতি ও চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ জনবিন্যাসে সুসজ্জিত এই বরাক উপত্যকা। সুদূর অতীতকাল থেকে এই অঞ্চলে বহু বাংলা ভাষা-ভাষির

মানুষ রয়েছে। এই বাংলা ভাষার প্রভাব পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষের মধ্যেও বাংলা ভাষার প্রভাব রয়েছে। বরাক উপত্যকা ছিল গ্রামকেন্দ্রিক শহর ও আধাশহর তৈরি হয়েছে বেশি দিনের কথা নয়। তা হতে বেশ সময় লেগেছিল। বরাক উপত্যকায় বাংলা সাহিত্যচর্চা শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ অধিগ্রহণের পূর্বেই। এই অঞ্চলের জীবনযাত্রা ধীর মন্থর গতিতে চলছিল তাতে বেশি করে ধাক্কা দিয়েছে দেশবিভাগের সময়। দেশ বিভাগের পর বরাক উপত্যকার বাঙালিদের মনে গভীর ভাবে সাড়া ফেলে বিচ্ছিন্নতাবোধ। এই অঞ্চলটি আসামের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে বাঙালিদের মনে 'স্বাধীনতা-দেশভাগ-গণতন্ত্র' বিষয়গুলির অভিজ্ঞতা ধরা দেয় ভিন্ন ভাবে। বরাক উপত্যকা আসামের সঙ্গে যুক্ত হলেও বাঙালিরা নিজস্ব স্বাধীনতা এখনও পায়নি। কিন্তু আসাম প্রদেশ ভারতবর্ষেরই অন্তর্গত। বরাক উপত্যকার বাঙালিরা বাঙালি হওয়াই বড় অপরাধ, এই সব ঘটনা ঘটে বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষা ও বাঙালীদের স্বাধীনতা দিতে চায়নি অসমীয়া। আসাম প্রদেশের যে কোন অঞ্চলের বাঙালি হোউক না কেন তারা যেন বিদেশি, কিংবা ডাউটফুল ভোটার। বরাক উপত্যকায় বাঙালিরা মাতৃভাষার অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য ভাষা আন্দোলন করেছিল ১৯শে মে ১৯৬১ সালে। রণবীর পুরকায়স্থের বিখ্যাত গল্প 'তামার টাট', 'স্থায়ী ঠিকানা' ও 'তৃতীয় ভুবনের রূপকথা' পড়লে বোঝা যায় বাঙালিদের অস্তিত্বের সংকটের কথা। এই বরাক উপত্যকাকে অনেকেই তৃতীয় ভুবন বলার পক্ষপাতি ছিলেন আবার কেউ এই মতকে সমর্থন করেননি।

'বারক উপত্যকায় বাংলা ছোটগল্পচর্চার অর্ধশতক : আত্ম পরিচয়ের অন্বেষণ' এই শিরোনামে দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ পর্যন্ত যে সব প্রাপ্ত তথ্য ও নিজস্ব পর্যবেক্ষণী দৃষ্টির সাহায্যে বরাক উপত্যকার বাংলা ছোটগল্প চর্চার ইতিহাস আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন সময়ে যে সাহিত্য চর্চা হয়েছে তার কিছু আলোচনা আমরা করেছি। প্রথমদিকে যে গল্প চর্চা হতো তার মধ্যে সাহিত্যের

সাধারণ চরিত্র ফুটে উঠেছে। কিন্তু গল্পগুলি অধিকাংশই কাহিনিমূলক ও বিবৃতিমূলক রচনা। গল্পগুলি প্রথাগত রীতিতে লেখা হয়েছে। গল্পগুলিতে প্রকরণ নিয়ে লেখকরা কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেননি। গল্প লেখকরা স্থানীয় উপভাষা প্রয়োগ করেছেন এবং কিছু স্থানের নাম, নদীর নাম, পাহাড়ের নাম উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে দিয়েই লেখকরা বরাক উপত্যকার নিজস্ব ভূ-প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন। বরাক উপত্যকায় প্রথম কয়েকটি গল্পে লেখকের নিজস্বতার পরিচয় পাওয়া গেলেও সামগ্রিক ভাবে প্রথম পর্বে গল্প হিসেবে সম্প্রসারিত রূপ দিতে পারেনি। দেশভাগের পরে বরাক উপত্যকায় অনেক ছোট-বড় ঘটনা ঘটেছিল, গল্পের মধ্যে এই সব বাস্তব কাহিনি ফুটিয়ে তুলতে পড়তো কিন্তু উপযুক্ত সৃজনশীলতার অভাবে তা রচিত হয়নি। 'অনিশ' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। এই পত্রিকায় ছোটগল্প প্রকাশিত হতো। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতিগত দিক দিয়ে বরাক উপত্যকা অঞ্চলের মিল থাকলেও ভৌগোলিক দিক থেকে আলাদা। ভৌগোলিক দিক থেকে প্রতিটি অঞ্চলের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা স্বতন্ত্র হতে বাধ্য। 'অনিশ' পত্রিকায় বরাক উপত্যকার লেখকদের ছোটগল্প প্রকাশিত হতো। এই গল্পগুলির মধ্যে বরাক উপত্যকার আধা শহর ও গ্রাম বাংলার মানুষের জটিল জীবনযাত্রা, শ্রেণিদ্বন্দ্ব ইত্যাদি তুলে ধরেছেন লেখকরা। 'অনিশ' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হওয়ার পর ১৯৭৩ সালে 'শতক্রতু' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বরাক উপত্যকার গল্প 'শতক্রতু' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রণবীর পুরকায়স্থের প্রথম গল্প 'মিনির হাসি' এই পত্রিকায় প্রকাশ ঘটে। রণবীর পুরকায়স্থের গল্পে বরাক উপত্যকার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠেছে। লেখকের গল্পে যে সব সমস্যাগুলি ফুটে উঠেছে— 'দেশভাগ, বাস্তুত্যাগ, বাস্তুহারার সমস্যা, বেদনা, সামাজিক ও মানসিক ক্ষত, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা, বিদেশি বিতাড়ন আন্দোলন, উগ্রপন্থী সমস্যা, ভাষা সংকট, ১৯শে'র চেতনা' প্রভৃতি। বরাক উপত্যকার গল্পবিশ্ব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে

উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সময় ও পরিসরের দিক থেকে। এই অধ্যায়ে বরাক অঞ্চলের ছোটগল্পের প্রথম সংকলন 'নীলগোলাপ' (১৯৬৯) থেকে শুরু করে আমরা আলোচনা করেছি। বরাক উপত্যকার গল্পকাররা বিভিন্ন গল্পে নিজেদের অঞ্চলের অভিজ্ঞতা তাঁদের ছোটগল্পে সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। এই সব দিক থেকে বরাক উপত্যকার বাংলা ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্ব রয়েছে।

'সমকালীন প্রেক্ষিতে রণবীর পুরকায়স্থের ছোটগল্প' শিরোনামে তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখিয়েছি রণবীর পুরকায়স্থের ছোটগল্পে নতুন রীতি, নতুন প্রকল্প, রচনার আদল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লেখা পরিবর্তন ঘটেছে। তিনি বরাক উপত্যকার জনজীবনের যন্ত্রণার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন শহর ও গ্রামের টানাপোড়েন। তিনি বরাক উপত্যকার লেখক হলেও সেই সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে থাকেননি। তিনি হয়ে উঠেছেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কথাকার। তাঁর গল্পে আসামে বিদেশি বিতাড়নের নামে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, বিদেশি শনাক্তকরণের নাম করে বরাক উপত্যকার বাঙালিদের হয়রানি, বিভিন্ন জাতি-উপজাতিদের মধ্যে বিদ্বেষ, অপহরণ, বোমা বিস্ফোরণ ইত্যাদি বিষয় তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে। দেশভাগের পর বরাক উপত্যকার বাঙালিদের 'অবৈধ অনুপ্রবেশকারী, বিদেশি, ডি.ভোটর' ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়েছে। এইসব কারণে বাঙালিরা নানা ভাবে হেনস্থা হয়েছে। এইসব দৃশ্য দেখে লেখক রণবীর পুরকায়স্থ তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন। বরাক উপত্যকার বাঙালিদের সব সময় অস্তিত্বের সংগ্রাম নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে।

'গল্পকারের 'কথা' ভুবন : লোকায়ত কথা যাত্রার বিনির্মাণ' শিরোনামে চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দেখিয়েছি লেখক তাঁর গল্পের মধ্যে কিভাবে লোককথা ব্যবহার করেছেন। কথাসাহিত্যিক রণবীর পুরকায়স্থ 'কথা' শব্দটি তাঁর গল্পের মধ্যে বহুবার ব্যবহার করেছেন। তিনি কথা বলতে ছোটগল্পের কাহিনিকে

বুঝিয়েছেন। ছোটগল্পের কাহিনির মধ্যে থাকবে একটি সংঘর্ষ বা সংঘাত। এই সংঘাত থেকেই মানুষের মনের মধ্যে ফুটে উঠবে বরাক উপত্যকার জনজীবনের নানা ঘটনার চিত্র। এই জনজীবনের চিত্র শুধু বরাকের মধ্যেই সীমিত নয়, তা যে কোন অঞ্চলের মানুষের সমস্যার চিত্রই ফুটে উঠবে।

'বোকা কাশীরাম কথা' থেকে 'শিকড়ের সন্ধানে' গল্প কথার সাজ— শিরোনামে পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা দেখিয়েছি 'বোকা কাশীরাম কথা' গল্প সংকলন থেকে 'শিকড়ের সন্ধানে' গল্প সংকলনের গল্পগুলি কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। তাঁর গল্পগুলির অবয়ব, রচনারীতি নতুন আঙ্গিকে রচনা করেছেন। তিনি গল্প নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর গল্পের প্রতিটি লাইন তথ্য বহুল।

'বাংলা কথাসাহিত্যের উত্তরাধিকার ও রণবীর পুরকায়স্থের গল্পবিশ্ব'— শিরোনামে ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা দেখিয়েছি কথাসাহিত্যের দুটি প্রধান শাখা হল— উপন্যাস ও ছোটগল্প। আমরা তাঁর ছোটগল্প নিয়ে আলোচনা করেছি। কথাসাহিত্যের এক নতুন শিল্পসৃষ্টি হল ছোটগল্প। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতেই ছোটগল্পের সার্থক রূপ পায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর রণবীর পুরকায়স্থ লেখা শুরু করেছেন। সময়ের সঙ্গে মানুষের রুচির বদল ঘটে, তেমনি ছোটগল্পের রীতি পরিবর্তিত হয়েছে। কথাকার রণবীর পুরকায়স্থ একেবারে নতুন ধরনের লেখক। তাঁর লেখার কৌশল, অবয়ব অন্যান্য লেখকদের থেকে একেবারে স্বতন্ত্র।

বরাক উপত্যকার তথা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কথাকার রণবীর পুরকায়স্থ। তাঁর সব গল্পে এক ধরনের বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত হয়নি। বিভিন্ন গল্প বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে। তাই তাঁর গল্পে নতুন নতুন অবয়ব তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন গল্পে সময় ও পরিসর আলাদা। গল্প চর্চার জন্য প্রত্যক্ষ ও

পরোক্ষ প্রভাব ফেলেছে সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক দিকটি। তিনি বরাক উপত্যকার বাস্তব অভিজ্ঞতার চিত্র তুলে ধরেছেন। জাতি দাঙ্গা, সন্ত্রাস, উদ্বাস্তু সমস্যা, মানুষের স্বার্থচিন্তা ইত্যাদি বিষয়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা লেখককে গল্প লেখার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। বরাক উপত্যকা অঞ্চলের বাংলা ছোটগল্প ভিন্ন পরিসরের ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের জগতে স্থান পেয়েছে। বরাক উপত্যকার কথাকার রণবীর পুরকায়স্থের কথা সাহিত্য চর্চার সার্বিক মূল্যায়নের কোনা প্রয়াস করা হয়নি এই গবেষণা সন্দর্ভে। কথাকার রণবীর পুরকায়স্থের গল্পচর্চার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে নিজস্ব চিন্তাধারায় পৌঁছানোর প্রয়াসটুকু করা হয়েছে মাত্র।

সংযোজন

‘বোকা কাশীরাম কথা’ গল্প সংকলনের গল্প ও প্রকাশিত পত্রিকার নাম—

মিনির হাসি, শতক্রতু, ১৯৭৬

রঞ্জন আসছে, শতক্রতু, ১৯৭৮

দুন্দুবুড়ি কথা, প্রমা, ১৯৯৪

এ্যহস্পর্শ, অমৃতলোক, ১৯৯৫

খোঁজে লীলাবতী, কুঠার, ১৯৯৪

দধিয়া, অমৃতলোক, ১৯৯৬

ধারণমূল্য, অমৃতলোক, ১৯৯৯

মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া, সাহিত্য, ১৯৯৮

মোহনদাসের জন্মবৃত্তান্ত, অনুষ্টুপ, ১৯৯৫

ঘুঘুর ডাক, অমৃতলোক, ১৯৯৭

ফুলমালার সংসার, অমৃতলোক, ১৯৯৬

লবনহ্রদের সীমানা, (অপ্রকাশিত)

বোকা কাশীরাম কথা, মুখাবয়ব, ১৯৯৮

মতামানুষ কথা, প্রমা, ১৯৯৫

‘তৃতীয় ভুবনের রূপকথা’ গল্প সংকলনের গল্প ও প্রকাশিত পত্রিকার নাম—

তরমুজ, শতক্রতু

স্বপ্নের ঝামুর ঝুমুর, শারদীয় সোনার কাছাড়, ১৩৮৭

কথা কোলাজ : মিনির হাসি, পূর্বদেশ গল্পপত্র, ১৪০৯

রহস্য সন্দর্ভ, পূর্বাদ্রি, ১৪১৪

তৃতীয় ভুবনের রূপকথা, কবিতীর্থ, ২০০২

রূপকথার থার্ড বাইলেন, অমৃতলোক, ২০০২

কিচ্ছা, অ, ১৪১০

লোকটা ও টাকলু, সাহিত্য, ১৪০৯

ওদের কথা, শতক্রতু, শরৎ ১৪১৬

নৌকাবিলাস, গণশক্তি

সাদাসিধে,

পাখিরাজ্যের এক নিষ্ঠুর রূপকথা, মুখাবয়ব, ২০০৯

'আসমান জমিন কথা' গল্প সংকলনের গল্প ও প্রকাশিত পত্রিকার নাম—

শহিদনামা, আরম্ভ

দুই তরঙ্গ, সাহিত্য

সহবাস, আরম্ভ

ভূতপত্‌রির অকারণ নাটক, পরম্পরা

প্রতিরোধ কমিটি, সম্ভার

কাত্যায়নী কথা, সাহিত্য

বন্দিনী কথা, সাহিত্য

শ্রাবণের গগনের গায়, ঐক্য

সাধু পথিক সমাচার, শতক্রতু

অজ্ঞাতবাস, নন্দন

ছোটো শহরের ছোটো কথা, এবং মুশায়েরা

আসমান জমিন কথা, ঈশান বাংলা

‘শিকড়ের সন্ধানে’ গল্প সংকলনের গল্প ও প্রকাশিত পত্রিকার নাম—

বাজার, পূর্বদেশ গল্পপত্র

ডায়নোসর, পূর্বদেশ গল্পপত্র

কাঠের গিরগিটি, লালনমঞ্চ

বাজিকর, এবং এই সময়

শিকড়ের সন্ধানে, এবং এই সময়

যাহা যায়, এবং মুশায়েরা

পাথর প্রতিমা, মুখাবয়ব

অবন্তীর অ, শতক্রতু

‘হেড়ম্বপুরের প্রীতিকথা’ গল্প সংকলনের গল্প ও প্রকাশিত পত্রিকার নাম—

হেড়ম্বপুরের প্রীতিকথা, সকালবেলা

ওরা দুই দৌবারিক, আরম্ভ

ইচ্ছাকলি, যুগশঙ্খ, রবিবারের বৈঠক

রূপকথার মহাপ্রস্থান, আরম্ভ

অন্তর খোঁজে, সৃষ্টির একুশ শতক

আপদ্ধর্ম, পরম্পরা

লেবুপাতা করমচা, প্রবাহ তিস্তা তোর্ষা

মামুলি অশান্তি, সাহিত্য

মৃত্তিকা কথা, মানসী

একরাত্রি তাজমহলে, শতক্রতু